গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

আগস্ট/২০১৭ মাসের মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৮.০৮.২০১৭
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (২য় তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শু রু করেন। অতঃপর তিনি উপ-সচিব (প্রশাসন)-কে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
৪.১	মন্ত্রণালয়ের জনবল	সভার শু রুতে মন্ত্রণালয়ের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা হয়। সভাপতি মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিষয়ে জানতে চান। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ৩য় শ্রেণীর ১৩টি পদে এবং ৪র্থ শ্রেণীর ১৩ টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত ইতোমধ্যে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪র্থ শ্রেণীর অফিস সহায়কের ১২টি ও ক্যাশ সরকারের ০১টি এবং ৩য় শ্রেণীর কম্পিউটার অপারেটরের ০৬টি, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটরের ০২টি ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকের ০৫টিসহ সর্বমোট ২৬টি পদের নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটার জন্য ০৭টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছ। উক্ত ০৭টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু করা হবে। সভাপতি বলেন যে, জনবল সংকট নিরসনে ৪র্থ শ্রেণী হতে ৩য় শ্রেণীতে এবং ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণীতে পদোন্নতি প্রদানের নিমিত্ত প্রমার্জনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠাতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। ৪র্থ শ্রেণী হতে ৩য় শ্রেণীতে এবং ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণীতে পদোন্নতি প্রদানের নিমিত্ত প্রমার্জনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠাতে হবে। ২। মুক্তিযোদ্ধা কোটার সংরক্ষিত ০৭ (সাত) টি পদে নিয়োগের জন্য নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় । তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বলেন যে, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, রিসোর্স পারসন, বাজেট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরী করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, দেশে/বিদেশে যে সকল কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের একটি Data Base থাকা দরকার। তাছাড়া প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে Presentation করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, রিসোর্স পারসন, বাজেট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। ২। দেশে/বিদেশে যে সকল কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন/ করবেন তাঁদের একটি Database তৈরি করতে হবে। ৩। প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে Presentation করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	সভায় অবহিত করা হয় যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ল ক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) কপি সকলের নিকট প্রেরণপূর্বক স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অংশ বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়েছে। গত ২০-০৭-২০১৭ তারিখে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা থাকলে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ-পরামর্শ নিতে হবে।	১। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। ২। APA-এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা থাকলে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ-পরামর্শ নিতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	সভায় অবহিত করা হয় যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো গত ১৩/০৭/২০১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) work plan অনুযায়ী ২য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে প্রশিক্ষণের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে। তাছাড়া, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গণ শুনানীর	১। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণ কাঠামোতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

		আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে গণ শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	২। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে গণ শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৪.৫	বিভাগীয় মামলা	সভায় জানানো হয় যে, বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫ ০। জুলাই মাসে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা ০১টি । চলতি মাসে কোন বিভাগীয় মামল নিষ্পত্তি হয়নি। ৬ মাসের উর্ধ্বে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪৫। ৩ মাসের উর্ধ্বে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৫। সভায় বিভাগীয় মামলাসমূহের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বলেন যে, ফৌজদারী ও বিভাগীয় মামলা একসাথে চলতে পারে। মামলা সংক্রান্ত মূল কাগজপত্র পাওয়া না গেলে সার্টিফাইড কপি কিংবা অন্য কোন উপায়ে মামলার কার্যক্রম চালাতে হবে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যাখ্যা নেয়া যেতে পারে। তিনি বিভাগীয় মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। বিভাগীয় মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপ-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৬	ই-ফাইলিং	সভাপতি বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। সভাপতিকে অবহিত করা হয় যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে দাপ্তরিক ই-মেইল, ই-নথি, ই-জিপি, IBAS++ Systemসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে তাই বিদ্যামান ইন্টারনেট Band width 12mb/ps এর স্থলে 50mb/ps-এ উন্নীত করা প্রয়োজন । সভাপতি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন যে, এক পাতা বিশিষ্ট পত্রগুলো স্ক্যান করে শাখায় পাঠাতে হবে। শাখা ভিত্তিক ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তি করতে হবে।	১। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি র সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ২। বিদ্যামান ইন্টারনেট Band width 12mb/ps এর স্থলে 50mb/ps-এ উন্নীত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৭	পরিদর্শন	সভায় শাখা পরিদর্শন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কাজের অগ্রগতি ও অফিসসমূহ পরিদর্শনের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন, পরিদর্শন একটি নিয়মিত কার্যক্রম। প্রমাপ অনুযায়ী শাখা কর্মকর্তা থেকে অনুবিভাগ প্রধানকে শাখা পরিদর্শনের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান	১। কর্মকর্তাগণ মাসে কমপক্ষে ০১টি ভূমি অফিস অথবা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন শেষে ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২। উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনের	সকল কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

		করেন। তিনি আরো বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকার। এ কারণে সকল অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা-এর কর্মকর্তাগণ প্রকল্পসমূ হ পরিদর্শন করতে পারেন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত প্রকল্প পরিদর্শন করা যেতে পারে। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহারের পরামর্শ প্রদান করেন। তবে উন্নয়ন প্রকল্প এবং মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসগুলো পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রশাসন অনুবিভাগের পরামর্শ নিতে হবে। সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত আলোচনা করার নিমিত্ত মাসিক সমন্বয় সভায় বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগের এবং মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসগুলো পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রশাসন অনুবিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। ৩। উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়টি মাসিক সমন্বয় সভায় এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।	
৪.৮	অনিষ্পন্ন বিষয়	সভায় বিভিন্ন অধিশাখায় অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বলেন যে, অনিষ্পন্ন তালিকা আরো বিস্তারিত হতে হবে। পত্রের বিষয়, প্রাপ্তির তারিখ ও কি কারণে অনিষ্পন্ন উল্লেখ করতে হবে। শাখায় পত্র গ্রহণ ও জারী রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। তিনি অনিষ্পন্ন পত্রসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহের নিকট ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিকট যে সকল বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে, সে সকল বিষয়ে পৃথক তালিকা তৈরী করতে হবে। ২। অনিষ্পন্ন পত্রসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৯ (ক)	বিবিধ	সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) জানান যে, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা র খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত উপস্থাপন করা হবে। সভাপতি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা দ্রুত প্রণয়নের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৯ (খ)	বিবিধ	সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় অবহিত করা হয় যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য মোতাবেক সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান করতে হবে। সভাপতি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৫.৩ (গ)	বিবিধ	সভায় আলোচনা হয় যে, বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এরূপে গঠিত কমিটিসমূহে সদস্য সচিবের কোন পদ না রাখার কারণে কমিটির সদস্যদের সাথে যোগাযোগ/সমন্বয় সাধনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এ কারণে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মকর্তাকে কমিটির সদস্য সচিব করা যেতে পারে।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত গঠিত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব